যুগান্তর

তারিখ 08 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

জাতীয়করণকৃত স্কুলে নিয়োগ পাচ্ছেন ২৪ হাজার প্রার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে (ডিপিইও) নির্দেশ দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই)। সংস্থাটির পরিচালক মো. আনোয়ারুল হক স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত পত্র সোমবার জারি করা হয়। এতে চিঠি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে প্যানেলভুক্তদের সদ্য জাতীয়করণ হওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্য পদে নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ডিপিই মহাপরিচালক মো. আলমগীর মঙ্গলবার যুগান্তরকে জানান, সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্যানেলভুক্ত কিন্তু ইতিপূর্বে নিয়োগ পাননি, এমন প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হবে। মেধাতালিকার ক্রম অনুযায়ী এ নিয়োগ দেয়া হবে। আদালত মেধা তালিকা অনুসরণ করতে বলেছেন। আমরা সেটা অনুসরণ করব। তিনি আরও বলেন, উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোতে জাতীয়করণের পর একটি করে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই পঞ্চম পদ এবং এর আগের শূন্যপদসহ সব পদেই প্যানেলভুক্তরা নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন। জানা গেছে,

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

স্কুলে নিয়োগ পাচ্ছেন ২৪ হাজার প্রার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ডিপিইর এ নির্দেশনার ফলে প্রায় ২৪ হাজার প্রার্থী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন। যদিও হিসাব অনুযায়ী ২৮ হাজার প্রার্থীর প্যানেলে থাকার কথা। এ ব্যাপারে সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার যুগান্তরকে বলেন, অনেকে আরও ভালো চাকরি পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ মারা গেছেন। এভাবে নানা কারণে শেষপর্যন্ত ২৪ হাজার প্রার্থী আছেন বলে আমরা জেনেছি। জানা গেছে, ডিপিইর চিঠিতে প্যানেল তালিকা থেকে যারা নিয়োগ পাননি তাদের মূল আবেদনপত্র, নিয়োগসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই করে নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে। এতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের শর্তাবলী অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, নিয়োগে কোনো অনিয়ম হলে বা ভুয়া কোনো প্রার্থী নিয়োগ পেলে ডিপিইও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে। প্যানেলভুক্ত এসব প্রার্থী নিয়োগ পেতে উচ্চ আদালতে দীর্ঘ আইনি লড়াই করেন। শেষপর্যন্ত রায় প্রার্থীদের পক্ষে গেলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগের ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়। সেখান থেকে ইতিবাচক মতামত পাওয়ার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৮ মে ডিপিইকে চিঠি পাঠায়। তাতে প্যানেল শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে নিয়োগ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন।